ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টিআইবি সদস্যদের "বার্ষিক সভা, ২০২৫" এর ঘোষণা
গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, পরমতসহিষ্ণু ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ চাই
২৯ ডিসেম্বর ২০২৫

আমরা টিআইবির সদস্য হিসেবে "বার্ষিক সভা, ২০২৫" এর সমাপ্তিতে ঘোষণা করছি যে, আমরা দুর্নীতিকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি, ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে দুর্নীতি থেকে বিরত থাকতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নিজ নিজ অবস্থান থেকে একক ও সমষ্টিগতভাবে দুর্নীতিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের চেতনার অন্যতম অভীষ্ট– গণতন্ত্র, সুশাসন, পরমতসহিষ্ণুতা, স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে বেগবান এবং কার্যকর করতে আমরা একযোগে কাজ করতে সচেষ্ট ও সক্রিয় থাকবো।

সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যকর গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রসংস্কারের ধারাবাহিকতা রক্ষার নিশ্চয়তা চাই

জুলাই সনদের আলোকে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বির্নিমাণ ও কার্যকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও রাষ্ট্রসংস্কারের ধারাবাহিকতা রক্ষায় গণভোটে "হ্যাঁ" বিজয়ী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে জুলাই সনদের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার রাজনৈতিক দলগুলো কতটুকু প্রতিপালন করবে এবং গনভোট বিষয়ে বিষয়ে তাদের অবস্থান ইশতেহারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার আহ্বান জানাই। একইসঙ্গে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে আলোচনা হয়েছে কিন্তু জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এমন সব সুপারিশসহ আলোচনার বাইরে থাকা সংস্কার কমিশন বিশেষ করে গণমাধ্যম, নারী, শ্রম, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকারবিষয়ক কমিশনের প্রস্তাবিত সুপারিশমালার বিষয় যেন বিস্মৃত হয়ে না যায়, এ ব্যাপারেও নির্বাচনী ইশতিহারে রাজনৈতিক দলগুলোকে অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে হবে।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের আপামর জনগণ যাতে স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পায়, তার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে অন্তর্বর্তী সরকার, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই। আসন্ন নির্বাচনে অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব হলো কর্তৃত্ববাদের বিদায়ের মধ্য দিয়ে একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার জনমনে যে প্রত্যাশার সঞ্চার হয়েছে, তা পূরণে কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টিতে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সকল রাজনৈতিক দলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা। একইসঙ্গে জাতীয় নির্বাচনের জনসংযোগ কার্যক্রম যেন কোনোভাবেই অর্থ ও পেশীশক্তির প্রদর্শনের পুরোনো চর্চায় পর্যবসিত না হয় সে লক্ষ্যে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখতে হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত থেকে নির্বাচন কমিশনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি, রাজনৈতিক দলগুলো অতীতের কর্তৃত্ববাদী যে কোনো চর্চা, বিশেষ করে "এবার আমাদের পালা" এই সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসবেন–এই প্রত্যাশা করছি। সর্বোপরি কার্যকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলগুলোর সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার জরুরি।

দলীয় অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার চাই

রাজনৈতিক দলের তহবিল ও নির্বাচনী অর্থায়নে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ অনুযায়ী দলগুলোকে আয়ের সকল উৎসের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ এবং নির্বাচনী প্রচারণাসহ সকল ব্যয়ের স্পষ্ট ও বিস্তারিত হিসাব দাখিলের বিধান প্রতিপালন এবং নির্বাচন কমিশনকে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান কার্যকর করার পূর্ণ ক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের গণতান্ত্রিক চর্চার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা জরুরি। স্বীকৃত ঋণ খেলাপি ও দুর্নীতিবাজরা কোনোভাবেই যাতে দলীয় মনোনয়ন না পায়, এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে আন্তরিক হতে হবে। একইসঙ্গে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান এবং পরিচয়, পদবি ও দলীয় অবস্থানের উর্ধ্বে উঠে যে কারো বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হলে "শূন্য সহনশীলতা" নীতি গ্রহণ করা হবে–এ বিষয়ে নির্বাচনী ইশতিহারে অঙ্গীকার করার আহ্বান জানাচ্ছি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উদাহরণ তৈরির যে সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, টিআইবির সদস্যগণ বিশ্বাস করছে রাজনৈতিক দলগুলো তা গ্রহণ করে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ধর্মের অপব্যবহার রোধে ইশতেহারে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার চাই

ধর্মান্ধ শ্রেণির উসকানিমূলক আচরণ ও রাজনীতিতে পুঁজি হিসেবে ধর্মের অপব্যবহারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতায় আমরা উদ্বিগ্ন। এক্ষেত্রে ধর্মের অপব্যবহার রোধের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার বা প্রত্যয় তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে তুলে ধরার জোর দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি, কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র দেশ যেভাবে একসঙ্গে লড়েছে, একটি সুশাসিত ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সেই বন্ধন অটুট রেখে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী-পুরুষসহ সকল জেন্ডার, শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত সম-অধিকার, সম্প্রীতি ও সহঅবস্থান বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতিহারে সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা জরুরি বলে আমরা মনে করছি।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সুরক্ষা এবং ভিন্নমতের সহাবস্থান নিশ্চিতে সরকারের সক্রিয় ভূমিকা চাই

দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, নিউ এইজের সম্পাদক নূরুল কবিরের ওপর হামলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট ভাঙচুরের ঘটনাকে আমরা টিআইবির সদস্যরা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সুরক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখছি। আমরা এ জাতীয় বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। ইতিপূর্বে সংঘটিত বাউল শিল্পীদের ওপর আক্রমণ, আহমদিয়া সম্প্রদায়, আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণাপূর্ণ বক্তব্য ও সারাদেশে বিভিন্ন মাজারে সংঘটিত হামলার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে, উল্লিখিত ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটাতে উগ্রপন্থীরা সাহস করতো না বলে আমরা মনে করি। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারের নীরবতা ও দুর্বল আইনপ্রয়োগকে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় সমর্থন হিসেবে ব্যবহার করছে।

অনতিবিলম্বে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক চর্চা, প্রতিটি ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা রক্ষার স্বার্থে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি আমরা।

নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা ও অধিকার হরণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ চাই

চব্বিশের অভ্যুত্থান সফল হওয়ার পেছনে নারীদের সাহসী উপস্থিতি, সক্রিয় ভূমিকা ও নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। অথচ আন্দোলন পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একদিকে যেমন নারীর অবদান মূল্যায়ন করা হয়নি তেমনি সামাজিকভাবেও নারীর প্রতি বৈষম্য ও হয়রানিমূলক আচরণ ও সহিংস ঘটনার বৃদ্ধি ঘটেছে বলে আমরা মনে করছি। একশ্রেণির উগ্র, নারীবিদ্বেষী গোষ্ঠীর অনলাইন ও জনপরিসরের কর্মকাণ্ড, আচরণ ও মন্তব্যের কারণে পথঘাটে নারী হয়রানি ব্যাপকভাবে বেড়েছে, বাজে মন্তব্য করা, ক্ষেত্রবিশেষে শারীরিক ও যৌন হয়রানির ঘটনাও ঘটছে। এসব ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অভাবে সার্বিকভাবে দেশে নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও সুযোগ সৃষ্টির দিক থেকে আন্তর্জাতিক সূচকে এবার বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পতন হয়েছে। একইসঙ্গে শোভন কর্মপরিবেশ, চলাচলে নিরাপত্তাহীনতা ও সহিংসতা নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে, যা খুবই উদ্বেগজনক। এক্ষেত্রে আমাদের সকলের দায় রয়েছে। তাই নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিকূলতা দূরীভূত করতে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি আমরা।

স্বাধীন ও কার্যকর দুদক, মানবাধিকার কমিশন ও পুলিশ কমিশন চাই

টিআইবির সদস্যগণ মনে করেন যে, "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" গঠনের সুপারিশ উপেক্ষা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অধ্যাদেশ, ২০২৫ চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত পদক্ষেপের উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপমৃত্যু ঘটানো হয়েছে। আমরা এই মর্মে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করছি যে, টিআইবির ধারাবাহিক পরামর্শ ও সকল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের পরও এ সুপারিশ বাদ দেওয়া শুধুমাত্র হতাশাজনক নয়, বরং রাষ্ট্রসংস্কারের অভীষ্ট অর্জনে সরকারের অঙ্গীকারের সুস্পষ্ট ব্যত্যয় ও সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী মহলের কাছে পরাজিত হওয়ার অনন্য উদাহরণ। একইসঙ্গে, দুদকের অভ্যন্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধসহ দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুসরণে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি।

সম্প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশও গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই অভ্যন্তরীণ সংস্কারবিরোধী চক্রের কাছে সরকারের দৃশ্যমান নতজানু অবস্থানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। দীর্ঘদিনের জনদাবি, অংশীজনদের ধারাবাহিক অধিপরামর্শ এবং রাষ্ট্রসংস্কারের অভীষ্টের আওতায় স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক পুলিশব্যবস্থা গঠনের অন্যতম অনুঘটক হিসেবে স্বাধীন পুলিশ কমিশন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে পদদলিত করে পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫-এ মৌলিক ধারণাগত, কৌশলগত ও কাঠামোগতভাবে গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। রক্তক্ষয়ী জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে সূচিত পুলিশব্যবস্থা সংস্কারের যে অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিলো, এই অধ্যাদেশ তার সঙ্গে রীতিমতো বিশ্বাসঘাতকতা।

একইভাবে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫-এ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া আমলাতন্ত্রের করায়ত্ত করা হয়েছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ববাদী চর্চা অব্যাহত রাখতে অধ্যাদেশ প্রণয়ন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অন্ধকারে রেখে বাছাই কমিটিতে "মন্ত্রিপরিষদ" সচিবকে অন্তর্ভুক্ত করায় সরকারি প্রভাববলয়ের বাইরে থেকে কমিশন গঠনের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিলো, তা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। অবিলম্বে উপরোল্লিখিত অধ্যাদেশসমূহ সংশোধনের মাধ্যমে ঢেলে সাজাবার জন্য সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

অবিলম্বে তথ্য কমিশন গঠন করতে হবে

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্রসংস্কারে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তথ্য কমিশন কার্যকর করা ও তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় আমরা গভীর হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছি। নাগরিক সমাজের অনুরোধ ও সুপারিশ প্রদানের পরও কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। জনগণের তথ্য জানার অধিকারের প্রতি সরকারের এই দৃশ্যমান উদাসীনতা দুর্ভাগ্যজনক। অনতিবিলম্বে স্বচ্ছপ্রক্রিয়ায় যোগ্য ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ব্যক্তিদের কমিশনার নিয়োগ দিয়ে কমিশনের দীর্ঘদিনের অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে সরকারের প্রতি আমরা জোর দাবি জানাই।

দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ চিহ্নিত ও জব্দ করে অবিলম্বে দেশে ফেরত আনতে সরকারের পক্ষ থেকে নেয়া উদ্যোগ আরো জোরদার করার দাবি জানাচ্ছি। এক্ষেত্রে পাচারকৃত সম্পদের গন্তব্য দেশগুলোর নিজস্ব আইনি প্রক্রিয়া সক্রিয়ভাবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি চুরি যাওয়া সম্পদ দেশে ফেরত আনতে পারস্পরিক আইনি, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও বিশেষায়িত সহায়তার মতো আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে অর্থ পাচারকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালনের পাশাপাশি চলমান অর্থ পাচার প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাই।

এ ছাড়া, ব্যাংক ও আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিরপেক্ষ, স্বনামধন্য, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ব্যাংক কমিশন গঠন করতে হবে। একইসঙ্গে, রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে দ্বৈত শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিলুপ্তি, ঋণ জালিয়াতি ও প্রতারণাসহ ব্যাংকিং খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তি, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তা ও পরিচালকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জোর দাবি জানাই।

মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করে সততা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা, জবাবদিহি চর্চার মাধ্যমে সকল প্রকার শোষণ ও বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে গণতন্ত্র, সুশাসন, অসাম্প্রদায়িক, পরমতসহিষ্ণু ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই আমরা।